amberIT
News Letter

January 2026 ● Vol 01 ● Issue 01 ● Year 01 P-1

পেপ্যাল বাংলাদেশে আসবে তো?

বাংলাদেশে বহুল প্রত্যাশিত আন্তর্জাতিক পেমেন্ট সেবা পেপ্যাল চালুর বিষয়ে নতুন করে আশার সঞ্চার হয়েছে।

বিস্তারিত.....পৃষ্ঠা ২

ওয়াই-ফাই ৭ কী

ওয়াই-ফাই ৭-এর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ এখন সংযোগ ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিশাল পরিবর্তনের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে।

বিস্তারিত.....পৃষ্ঠা ৩

আধুনিক অফিস যোগাযোগে পিএবিএক্স

অফিস যোগাযোগে বিভিন্ন সমস্যার এক দারুণ সমাধান হতে পারে আম্বার আইটি পিএবিএক্স সিস্টেম।

বিস্তারিত.....পৃষ্ঠা ৪

দেশের ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ব্যবহারে স্থিতিশীলতা

গত এক বছরে বাংলাদেশের ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা স্থিতিশীলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)-এর সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত আইএসপি ও পিএসটিএন গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ১৪.০৪ মিলিয়নের কাছাকাছি স্থির ছিল। এরপর মার্চ থেকে ধাপে ধাপে বৃদ্ধি শুরু হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য অনুসারে, ২০২৫ সালের অক্টোবর মাসে ব্রডব্যান্ড গ্রাহক সংখ্যা সর্বোচ্চ ১৪.৬২ মিলিয়নে পৌঁছে। অর্থাৎ, এক বছরের ব্যবধানে গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৪.১৩ শতাংশ বেড়েছে।

বিশ্লেষকদের মতে, এই ধীরগতির কিন্তু স্থির বৃদ্ধি দেশের ডিজিটাল সংযোগের প্রতি মানুষের ক্রমবর্ধমান আস্থা এবং চাহিদার প্রতিফলন। বিশেষ করে মধ্যবর্ষ এবং বছরের শেষ দিকে নতুন সাবস্ক্রিপশনের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।

বিশ্লেষণে দেখা যায়, মোবাইল ইন্টারনেটের ওঠানামার মধ্যেও ব্রডব্যান্ড (আইএসপি) তুলনামূলকভাবে স্থির এবং বর্ধিত হচ্ছে। এ ধারা ইঙ্গিত দেয়, দেশে স্থায়ী ও নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ক্রমাগত বাড়ছে।

এ প্রসঙ্গে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (আইএসপিএবি) সভাপতি আমিনুল হাকিম বলেন, "ব্রডব্যান্ড গ্রাহক সংখ্যার এই স্থির কিন্তু ধারাবাহিক বৃদ্ধি প্রমাণ করে, মানুষ এখন নির্ভরযোগ্য ও স্থায়ী ইন্টারনেট সংযোগের দিকে ঝুঁকছে। সরকার ও আইএসপিগুলোর সমন্বিত উদ্যোগে গতির মান বাড়ানো এবং ট্যারিফ যৌক্তিক করার ফলে একই খরচে গ্রাহকরা আগের চেয়ে অনেক বেশি সুবিধা পাচ্ছেন। এই ধারা অব্যাহত থাকলে ব্রডব্যান্ডই দেশের ডিজিটাল অর্থনীতির অন্যতম প্রধান ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।"

ব্রডব্যান্ড বৃদ্ধির কারণ: সরকার ও ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারদের (আইএসপি) উদ্যোগে ব্রডব্যান্ডের দাম কমানো এবং গতি বাড়ানো হয়েছে। ২০২৫ সালে আইএসপিএবি ঘোষণা করে, ৫০০ টাকায় ন্যূনতম গতি ৫ এমবিপিএসের পরিবর্তে ১০ এমবিপিএস দেওয়া হবে, যা শিগগিরই ২০ এমবিপিএসে উন্নীত হবে। পরবর্তীতে জুলাই থেকে নতুন ট্যারিফে ৫ এমবিপিএস ৪০০ টাকা, ১০ এমবিপিএস ৭০০ টাকা এবং ২০ এমবিপিএস ১ হাজার ১০০ টাকায় নির্ধারণ করা হয়। এতে একই খরচে দ্বিগুণ বা তারও বেশি গতি পাওয়ায় নতুন গ্রাহকের সংখ্যা বেড়েছে।

করোনা-পরবর্তী সময়ে রিমোট ওয়ার্ক তথা ওয়ার্ক ফ্রম হোম, অনলাইন ক্লাস, ভিডিও স্ট্রিমিং এবং বড় ফাইল ডাউনলোডের চাহিদা বেড়েছে। মোবাইল ইন্টারনেটের তুলনায় ব্রডব্যান্ড অধিক স্থিতিশীল ও নির্ভরযোগ্য হওয়ায় পরিবার ও ব্যবসায়িক ব্যবহারকারীরা এতে ঝুঁকছেন। বিশেষ করে ওয়াই-ফাইয়ের মাধ্যমে একাধিক ডিভাইসে ব্যবহারের সুবিধা এবং আনলিমিটেড প্যাকেজের কারণে চাহিদা বেড়েছে।

বিশ্লেষকরা মনে করেন, এই ধারা অব্যাহত থাকলে ব্রডব্যান্ড দেশের ডিজিটাল অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হয়ে উঠবে। তবে মোবাইল ইন্টারনেটের ওঠানামা সত্ত্বেও ব্রডব্যান্ডের স্থির বৃদ্ধি স্থায়ী সংযোগের প্রতি মানুষের আস্থার প্রতিফলন।

মোবাইলে নিরাপত্তা দেবে এনইআইআর সিস্টেম

১৬ ডিসেম্বরের পরিবর্তে ১ জানুয়ারি (২০২৬) থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি রেজিস্ট্রেশন (এনইআইআর) সিস্টেম চালু হবে। এমন ঘোষণা দেওয়া হয় ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে। যদিও এই সিস্টেমে চালু হওয়ার কথা ছিল ১৬ ডিসেম্বর।

মোবাইল হ্যান্ডসেটের বৈধ আমদানি নিশ্চিত করা ও অবৈধভাবে দেশে প্রবেশ করা ডিভাইস বন্ধে এ উদ্যোগকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখছে খাতসংশ্লিষ্টরা। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) জানিয়েছে, এ সিস্টেম চালুর মাধ্যমে দেশের টেলিকম খাতে শৃঙ্খলার নতুন ধাপ সূচিত হবে। বিটিআরসি জানিয়েছে, তবে আগামী ১৫ মার্চের আগে মোবাইল নেটওয়ার্কে চালু থাকা মোবাইল ফোন বৈধ হিসেবে চিহ্নিত হবে এবং কোনও মোবাইল ফোন বন্ধ করা হবে না। ১৫ মার্চ পর্যন্ত মোবাইল ফোন নিবন্ধন করা যাবে।

বিটিআরসি জানিয়েছে, এনইআইআর কার্যক্রম শুরু হলে মোবাইল নেটওয়ার্কে সংযুক্ত প্রতিটি হ্যান্ডসেটের বৈধতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে যাচাই হবে। যেসব ফোন যথাযথ শুল্ক-প্রক্রিয়া ছাড়া দেশে এসেছে, সেগুলো ধীরে ধীরে নেটওয়ার্ক সেবার বাইরে চলে যাবে।

এনইআইআর চালুর ফলে বাজারে অবৈধ মোবাইল আমদানি কমে যাবে এবং সরকার রাজস্ব আয় বাড়াতে পারবে—এমন প্রত্যাশা ব্যবসায়ীদের। দেশে উৎপাদিত মোবাইল ফোন শিল্পের বিকাশেও এটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে মনে করছেন শিল্প সংশ্লিষ্টরা। একই সঙ্গে চুরি হওয়া বা হারানো মোবাইল ট্র্যাকিং ও ব্ল্যাকলিস্ট করার সুবিধা চালু হলে নিরাপত্তা ব্যবস্থাও আরও শক্তিশালী হবে।

amberIT
News Letter
January 2026 ● Vol 01 ● Issue 01 ● Year 01 P-2

পেপ্যাল বাংলাদেশে আসবে তো?

বাংলাদেশে বহুল প্রত্যাশিত আন্তর্জাতিক পেমেন্ট সেবা পেপ্যাল চালুর বিষয়ে নতুন করে আশার সঞ্চার হয়েছে । পেপ্যালের প্রতিনিধি দলের সাথে সরকারের আইসিটি বিভাগ, ফ্রিল্যান্সার কমিউনিটি এবং ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে এ নিয়ে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। গত ১ ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী। উপস্থিত ছিলেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমেদ তৈয়্যব।

সিঙ্গাপুরভিত্তিক পেপ্যালের চার সদস্যের প্রতিনিধি দল বৈঠকে অংশ নেন। দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের একজন কর্মকর্তাও দলে ছিলেন। ফ্রিল্যান্সার কমিউনিটির ১১ সদস্য আলোচনায় যোগ দেন। উপস্থিত ফ্রিল্যান্সারদের মতে, বৈঠকটি ছিল 'সৌহার্দ্যপূর্ণ ও গঠনমূলক'। সরকারি পক্ষ কোনও হস্তক্ষেপ না করে ফ্রিল্যান্সারদের সরাসরি নিজেদের সমস্যা, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার কথা তুলে ধরার সুযোগ দেয়।

বৈঠকে বাংলাদেশের ফ্রিল্যান্স বাজার, ডিজিটাল আয়মুখ এবং পেপ্যালের সম্ভাব্য ব্যবসায়িক পরিসর নিয়ে আলোচনা হয়। ফ্রিল্যান্সাররা বিভিন্ন ডিজিটাল খাত- মার্কেটপ্লেস, এজেন্সি ব্যবসা, অ্যামাজন এফবিএ/এফবিএম, ড্রপশিপিং, প্লাগইন ডেভেলপমেন্ট, ই-কমার্স, রিমোট জব, অ্যাডসেন্স, অ্যাফিলিয়েটসহ বহুমুখী আয়ের চিত্র তুলে ধরেন।

এছাড়া পেওনিয়ার, স্ট্রাইপ ও ওয়াইজ ব্যবহার করে লেনদেনে ঝামেলা, চার্জ, রেট এবং সময় অপচয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বাংলাদেশের জন্য একটি নিরবচ্ছিন্ন আন্তর্জাতিক পেমেন্ট গেটওয়ে কেন জরুরি, তা প্রতিনিধিদের সামনে তুলে ধরেন ফ্রিল্যান্সাররা। প্রতিনিধি দলটি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, বিডার চেয়ারম্যান এবং বেসরকারি ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সঙ্গেও বৈঠক করেছেন। সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে আলোচনা শেষে পেপ্যাল প্রতিনিধি দল ফিরে গিয়ে বিষয়টি পর্যালোচনা করবে এবং পরে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে বলে জানা গেছে।

প্রসঙ্গত, এর আগেও একাধিকবার দেশে পেপ্যাল আসার কথা শোনা গিয়েছিলো। বিগত সরকার পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হলেও পেপ্যাল আসেনি। এবার অন্তত আশার আলো দেখা যাচ্ছে, পেপ্যাল প্রতিনিধিরা ঢাকা ঘুরে গেছে। কিন্তু একটা প্রশ্ন ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে- পেপ্যাল বাংলাদেশে আসবে তো?

ওয়ার্নার ব্রাদার্সকে অধিগ্রহণ করছে নেটফ্লিক্স

যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রাচীন ও বৃহৎ চলচ্চিত্র প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ওয়ার্নার ব্রাদার্সকে অধিগ্রহণ করতে যাচ্ছে স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম নেটফ্লিক্স। সম্ভাব্য এই চুক্তি ঘিরে হলিউডের শিল্পী, কলাকুশলী ও প্রযোজনা সংশ্লিষ্টদের মধ্যে তীব্র উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। তাদের দাবি, এ ধরনের এ কী ভূ ত ক র ণ কনটেন্টের বৈচিত্র্য কমিয়ে আনবে এবং কর্মসংস্থানে বড় ধরনের প্রভাব ফেলবে।

শিল্পসংশ্লিষ্টদের ভাষায়, এ ঘটনা "এক ধরনের অভ্যুত্থান"। অনেকের আশঙ্কা, বিপুলসংখ্যক কর্মী চাকরি হারাতে পারেন, আর সৃজনশীল পেশাজীবীদের আয়ের পথ সংকুচিত হবে।

স্টার্টআপ হিসেবে শুরু করা নেটফ্লিক্সকে একসময় খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। কিন্তু এখন তারা এমন অবস্থানে পৌঁছেছে, যেখানে ওয়ার্নার ব্রাদার্সের মতো একটি ঐতিহ্যবাহী স্টুডিওকে ৭২ বিলিয়ন ডলারে কিনে নেওয়ার সামর্থ্য তাদের হয়েছে।

উদ্বেগ অ্যান্টি-ট্রাস্ট আইন নিয়ে

রাইটার্স গিল্ড অব আমেরিকা (ডব্লিউজিএ) শুক্রবার এক বিবৃতিতে বলেছে, বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম তার অন্যতম বড় প্রতিদ্বন্দ্বীকে কিনে নিচ্ছে-এটা অ্যান্টি-ট্রাস্ট আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাদের আশঙ্কা, কনটেন্টের পরিমাণ ও বৈচিত্র্য কমে যাবে, আর শিল্পী ও কলাকুশলীদের জীবনমান আরও অবনতি ঘটবে।

ওয়ার্নার ব্রাদার্স বিক্রির জন্য নিলামে তোলা হয়েছিল। ধারণা করা হচ্ছিল, প্যারামাউন্ট বা কমকাস্টের মতো প্রতিষ্ঠান এ স্টুডিও কিনে নেবে। কিন্তু সবাইকে অবাক করে নেটফ্লিক্স সবচেয়ে বড় দরদাতা হিসেবে এগিয়ে আসে। "শিল্পে প্রজন্মগত পরিবর্তন চলছে" - সিইও জাসলাভ ওয়ার্নার ব্রাদার্সের প্রধান নির্বাহী ডেভিড জাসলাভ সম্ভাব্য অধিগ্রহণ নিয়ে উদ্বেগ না দেখিয়ে বরং বাস্তবতা মেনে নেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন। তার ভাষায়, গত কয়েক বছরে বিনোদনশিল্পে বড় ধরনের প্রজন্মগত পরিবর্তন ঘটেছে এবং এই রূপান্তর এখনো চলছে।

নেটফ্লিক্সের দাবি

নেটফ্লিক্স জানিয়েছে, তারা বড় পর্দাকে এড়িয়ে যাচ্ছে- এ অভিযোগ সঠিক নয় । গত বছর প্ল্যাটফর্মটি ৩০টি চলচ্চিত্র প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি দিয়েছে। তবে কেবলমাত্র দীর্ঘ সময় সিনেমাহলে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ধারণার সঙ্গে তারা একমত নয়; তাদের মতে এটি গ্রাহকবান্ধব নয়।

অধিগ্রহণ সম্পন্ন হলে ব্যাটম্যান, হ্যারি পটার, ক্যাসাব্লাঙ্কা, দ্য উইজার্ড অব ওজের মতো জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজির নিয়ন্ত্রণ নেটফ্লিক্সের হাতে যাবে। পাশাপাশি গেম অব থ্রোনসের মতো সাড়া-জাগানো সিরিজের অধিকারও তাদের কবজায় আসবে। এতে ডিজনির পর নেটফ্লিক্সের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী এইচবিও ম্যাক্স কার্যত অস্তিত্ব সংকটে পড়বে।

আম্বার আইটি দিচ্ছে পুরনো দামে দ্বিগুণ ব্যান্ডউইথ

দেশের অন্যতম জনপ্রিয় ইন্টারনেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান আম্বার আইটি নতুন বছরের প্রাক্কালে গ্রাহকদের জন্য এনেছে অসাধারণ এক অনন্য উপহার। হোম ইন্টারনেট প্যাকেজে এখন আগের একই মাসিক চার্জে পাওয়া যাচ্ছে দ্বিগুণেরও বেশি ব্যান্ডউইথ। অর্থাৎ গ্রাহকরা পুরনো দামেই উপভোগ করতে পারবেন দ্রুততর ও মসৃণ ইন্টারনেট অভিজ্ঞতা।

এই অফারটি প্রযোজ্য আম্বার আইটির সব হোম ইন্টারনেট প্যাকেজে- 'মাইনর প্লাস' থেকে শুরু করে 'পজিটিভ প্লাস' পর্যন্ত। গ্রাহকরা এখন ২০ এমবিপিএস থেকে সর্বোচ্চ ২৫০ এমবিপিএস পর্যন্ত যেকোনো প্যাকেজ বেছে নিতে পারবেন একই মূল্যে। ফলে এইচডি স্ট্রিমিং, অনলাইন গেমিং, ভিডিও কনফারেন্স ও ওয়ার্ক ফ্রম হোম- সবকিছুই হবে আরও দ্রুত ও নিরবচ্ছিন্ন। বিশেষ সুবিধা হলো- মাইনর প্লাস ছাড়া বাকি সব প্যাকেজে ফ্রি ইনস্টলেশন ও সংযোগ দেওয়া হচ্ছে। তবে এটি সীমিত সময়ের অফার।

অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন: https://www.amberit.com.bd/home-internet-online

হেল্পলাইন: ০৯৬১১৯৩৩৯৩৩। হোয়াটসঅ্যাপ: ০১৯৫৮০৩৬১৭২

amberIT News Letter

January 2026 ● Vol 01 ● Issue 01 ● Year 01 P-3

একটি ৮কে ফিল্ম স্ট্রিমিং করা, ভার্চুয়াল ক্লাসে অংশ নেওয়া, আর বাড়িভর্তি স্মার্ট ডিভাইস নিয়ন্ত্রণ করা- এ সব কিছু একসঙ্গে করা যাবে কোনও ঝামেলা ছাড়াই। এমন নিরবচ্ছিন্ন ডিজিটাল জীবন আর দূরের স্বপ্ন নয়। ওয়াই-ফাই ৭-এর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ এখন সংযোগ, যোগাযোগ এবং উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে এক বিশাল পরিবর্তনের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে।

ওয়াই-ফাই ৭ কী: ২০২৩ সালের শুরুতে, ওয়াই-ফাই অ্যালায়েন্স- ওয়াই-ফাই ডিভাইসের জন্য বিশ্বব্যাপী সার্টিফিকেশন সংস্থা-"ওয়াই-ফাই সার্টিফায়েড ৭" প্রোগ্রাম চালু করে, যা এই নতুন প্রযুক্তির বিশ্বব্যাপী মান নির্ধারণ করেছে। এখন পর্যন্ত ৬০টির বেশি দেশ এই প্রযুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় ৬ গিগাহার্টজ স্পেকট্রাম ব্যান্ড পুরোপুরি বা আংশিকভাবে খুলে দিয়েছে।
ওয়াই-ফাই ৬ থেকে ওয়াই-ফাই ৭ কীভাবে আলাদা?
ওয়াই-ফাই ৭ ওয়্যারলেস সংযোগে এক নতুন মাত্রা নিয়ে এসেছে, যা অসাধারণ গতি, বাড়তি ক্ষমতা এবং অতি-দ্রুত সংযোগ দেয়। এর ডেটা ট্রান্সমিশন রেট ২৩ গিগাবিটস প্রতি সেকেন্ড (জিবিপিএস) পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে- যা ওয়াই-ফাই ৬-এর তুলনায় প্রায় তিন গুণ দ্রুত। এর একটি বড় প্রযুক্তিগত উন্নতি হলো ৪০৯৬-কিউএএম (কোয়াড্রেচার অ্যামপ্লিটিউড মডুলেশন), যা আগের তুলনায় ডেটার গতি ২০ শতাংশ বাড়িয়েছে।
আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন হলো মাল্টি-লিংক অপারেশন (এমএলও), যা ডিভাইসগুলোকে একই সঙ্গে ২.৪ গিগাহার্টজ, ৫ গিগাহার্টজ এবং ৬ গিগাহার্টজ- এই তিনটি ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড ব্যবহার করতে দেয়।
এছাড়া, ওয়াই-ফাই ৭-এ ৩২০ মেগাহার্টজ চ্যানেল ব্যান্ডউইথ ব্যবহার করা হয়, যা ওয়াই-ফাই ৬-এর দ্বিগুণ। এটি ডেটা ট্রান্সফারকে আরও দ্রুত করে, যা ৮কে ভিডিও স্ট্রিমিং, এআর/ভিআর প্ল্যাটফর্ম এবং রিয়েল-টাইম গেমিংয়ের মতো উচ্চ-চাহিদার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আদর্শ। আরও বেশি ডিভাইসকে দ্রুত গতিতে এবং কম ল্যাটেন্সি সঙ্গে সংযুক্ত করার ক্ষমতার কারণে, ওয়াই-ফাই ৭ ভোক্তা এবং শিল্প উভয়ের জন্যই একটি মৌলিক প্রযুক্তি হতে চলেছে।
ওয়াই-ফাই ৭-এর ব্যবহার:
ওয়াই-ফাই ৭-এর বাস্তব প্রয়োগ ব্যাপক এবং প্রভাবশালী।
• শিক্ষায়: রিয়েল-টাইম, ইন্টারঅ্যাকটিভ ডিজিটাল ক্লাসরুম।
• স্বাস্থ্যসেবায়: ল্যাগ-ফ্রি টেলিমেডিসিন, দূরবর্তী ডায়াগনস্টিক এবং রিয়েল-টাইম রোগী মনিটরিংয়ের সুবিধা দেয়।
• উৎপাদন ও লজিস্টিকসে: শিল্প ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি) সিস্টেমের নির্ভুলতা ও নিরবচ্ছিন্ন কার্যকারিতা বাড়ায়।
• অর্থনীতিতে: উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং এবং ডেটা অ্যানালিটিক্সে ন্যূনতম ল্যাটেন্সি দেয়।
• দৈনন্দিন জীবনে: দ্রুত ভিডিও কল, ইমার্সিভ ভিআর অভিজ্ঞতা এবং আরও স্মার্ট ও দ্রুতগতির বাড়ি ও শহর তৈরি করে।

বাংলাদেশে ওয়াই-ফাই ৭: বাংলাদেশে ওয়াই-ফাই ইতিমধ্যেই সংযোগের প্রধান মাধ্যম এবং আগামী বছরগুলোতে এর ব্যবহার আরও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে, ওয়াই-ফাই ৭-এর পুরো সুবিধা পেতে হলে রাউটার বা একসেস পয়েন্ট এবং সংযুক্ত ডিভাইস উভয়কেই এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। কিছু ফ্ল্যাগশিপ স্মার্টফোন ইতিমধ্যে ওয়াই-ফাই ৭ সমর্থন করে, তবে অনেক বাড়ি ও অফিসে রাউটার আপগ্রেড করতে হবে।

ডিজিটাল ডিভাইস অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপো ২৯ জানুয়ারি

প্রযুক্তির সাম্প্রতিক উদ্ভাবন, তথ্যপ্রযুক্তিতে দেশের সক্ষমতা, সাফল্য ও সম্ভাবনা দেশ এবং বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা, উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও প্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে দেশে আবারও অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তি প্রদর্শনী 'ডিজিটাল ডিভাইস অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপো ২০২৬।
বাংলাদেশ টু দ্য ওয়ার্ল্ড- প্রতিপাদ্যে বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে আগামী ২৯ জানুয়ারি শুরু হওয়া তিন দিনব্যাপী এ প্রদর্শনী যৌথভাবে আয়োজন করছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি (বিসিএস)। আয়োজনটি চলবে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত।
গত ২৯ ডিসেম্বর এ উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করা হয়। এতে বক্তব্য রাখেন আইসিটি বিভাগের সচিব শীষ হায়দার চৌধুরী, বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব মো. মামুনুর রশীদ ভূঞা, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ সদস্য (বিনিয়োগ ও পার্ক সমন্বয়) মোহাম্মদ সাইফুল হাসান এবং বিসিএস সভাপতি মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, মহাসচিব মুহাম্মদ মনিরুল ইসলাম প্রমুখ।
অনুষ্ঠানে জানানো হয়, বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সম্মেলন

কেন্দ্রের প্রায় ৬ হাজার ৫০০ বর্গমিটার এলাকাজুড়ে এ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে। প্রদর্শনীটি কয়েকটি জোনে ভাগ করা হয়েছে-লোকাল ম্যানুফ্যাকচারার্স, প্রোডাক্ট শোকেস, ইনোভেশন, মিট উইথ ইন্টারন্যাশনাল ম্যানুফ্যাকচারার্স, ডিজিটাল লাইফস্টাইল, মেগা সেলস, সেমিনার, বিটুবি ম্যাচমেকিং।
বিসিএস সভাপতি মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম বলেন, ডিজিটাল ডিভাইস অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপো ২০২৬-এর সময়োপযোগী বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক সেমিনার, আলোচনা সভার মাধ্যমে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের মধ্যে একটা মেলবন্ধন তৈরি হবে। তিনি জানান, অন্তত ৫০ জন বিদেশি বিনিয়োগকারীকে প্রদর্শনীতে আমন্ত্রণ জানানো হবে।

amberIT PABX

INNOVATORS
•2000 MIN FREE TALKTIME •25 EXTENSION
•EMPLOYEE ATTENDANCE •10 CHANNELS
•EMPLOYEE TRACKING •DID 3
•CALL RECORDING •IVR
•NOTICE BOARD FACILITY

09611 999 666
www.amberit.com.bd

amber IT
News Letter
January 2026 • Vol 01 • Issue 01 • Year 01

৭০০ মেগাহার্টজ ব্যান্ডের তরঙ্গ নিলাম ১৪ জানুয়ারি

দেশে প্রথমবারের মতো ৭০০ মেগাহার্টজ ব্যান্ডের তরঙ্গ প্রতিযোগিতামূলক নিলামের মাধ্যমে বরাদ্দ দেওয়া হবে। আগামী ১৪ জানুয়ারি (২০২৬) এই নিলাম অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)।

গত ২৭ নভেম্বর বিটিআরসি এ-সংক্রান্ত ‘রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি (স্পেকট্রাম) নিলাম নির্দেশিকা-২০২৫’ জারি করেছে।

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়ব নিজের ফেসবুক পোস্টে এ তথ্য জানান। তিনি লিখেছেন, ৭০০ মেগাহার্টজ তরঙ্গ বাংলাদেশের কৌশলগত জাতীয় সম্পদ। দীর্ঘদিন ধরে এই ব্যান্ড নিয়ে নানা ষড়যন্ত্র হয়েছে এবং বেজ প্রাইস ধরে রাষ্ট্রের কমপক্ষে ১১ হাজার কোটি টাকার সম্পদ আটকে রাখা হয়েছিল।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ঘনবসতির দেশ বাংলাদেশে ৭০০ মেগাহার্টজের মতো লো-ব্যান্ড তরঙ্গ ফোর-জি নেটওয়ার্কের কাভারেজ বাড়াতে এবং আসন্ন ফাইভ-জি সেবার ভিত্তি মজবুত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে ভালোমানের মোবাইল ইন্টারনেট পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এই ব্যান্ড অত্যন্ত কার্যকর।

এর আগে ২০১৮ সালে ৭০০ মেগাহার্টজ ব্যান্ডের তরঙ্গ বরাদ্দ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল এবং পরবর্তীতে তা স্থগিত হয়ে যায়। প্রায় ৭ বছর পর এই ব্যান্ডের তরঙ্গ নিলামের উদ্যোগ নেওয়া হলো।

আধুনিক অফিস যোগাযোগে আম্বার আইটি পিএবিএক্স: খরচ কম, সুবিধা বেশি

বর্তমানে প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায়িক পরিবেশে কম খরচে সর্বোচ্চ সুবিধা পাওয়াই স্মার্ট ব্যবসার পরিচয়। অফিসের অভ্যন্তরীণ ও গ্রাহকদের সাথে যোগাযোগের গতানুগতিক পদ্ধতিগুলো একদিকে যেমন ব্যয়বহুল, তেমনই অনেক সীমাবদ্ধতায় পূর্ণ। এই সমস্যার এক দারুণ সমাধান হতে পারে আম্বার আইটি পিএবিএক্স সিস্টেম।

আম্বার আইটি পিএবিএক্স আপনার ব্যবসাকে একাধিক উপায়ে লাভবান করতে পারে। এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এতে কোনও হার্ডওয়্যারের খরচ নেই, যা আপনার প্রাথমিক বিনিয়োগ শূন্যে নামিয়ে আনে। এর মাধ্যমে আপনি আপনার মাসিক ফোন বিল প্রায় ৫০ শতাংশ পর্যন্ত কমাতে পারবেন। শুধু তাই নয়, এটি পরিচালনার জন্য আলাদা কোনও অপারেটরের প্রয়োজন হয় না এবং এর রক্ষণাবেক্ষণ খরচও খুবই অল্প। ফলে সার্বিকভাবে আপনার ব্যবসার পরিচালন ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসবে।

খরচ কমানোর পাশাপাশি এটি আপনার কাজকে করে তুলবে আরও সহজ এবং গতিশীল। ‘মেক ইওর অফিস এনিহোয়্যার এনিটাইম’সুবিধার মাধ্যমে আপনি যেকোনও জায়গা থেকে অফিসের কাজ পরিচালনা করতে পারবেন। অনলাইনে সহজেই অফিসের কার্যক্রম মনিটর করা এবং বিস্তারিত রিপোর্টিংয়ের ব্যবস্থা থাকায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াও হয় স্বচ্ছ ও দ্রুত।

সহজ ও দ্রুত ইন্সটলেশন, ফ্লেক্সিবল ব্যবহার এবং সহজ পেমেন্ট পদ্ধতির মতো সুবিধাগুলো আম্বার আইটি পিএবিএক্সকে আজকের দিনের আধুনিক অফিসগুলোর জন্য একটি অপরিহার্য প্রযুক্তি করে তুলেছে। এই সিস্টেমটি ব্যবহার করে আপনি সহজেই আপনার ব্যবসাকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারেন।